দৈনিক বাংলা

30

তারিখ 10 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচানব্বই সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পরীক্ষার্থী আর অভিভাবকেরা অবশ্যই উদ্বেগ-মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়বেন। তবে কতটা স্বস্তিবোধ করবেন, এ নিয়ে সংশয় আছে। পরীক্ষায় পাশের চেয়ে ফেলটাই এখনো বড়। অর্থাৎ পাশের হার ফেল করার হারের চেয়ে কম। পাশের গড় এবার একচল্লিশ শতাংশের কাছাকাছি। যার অর্থ হচ্ছে শতকরা ষাট জনের মত শিক্ষার্থী ব্যর্থকাম। এই ব্যর্থতার জ্বালা অনেককেই পীড়িত করবে সন্দেহ নাই। এর দায়-দায়িত্ব নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে।

যদি এসএসসি, এইচএসসি'র ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়, পাশের এ নিম্ন হার প্রথম দৃষ্টিতে খুব একটা আপত্তিজনক মনে হবে না। তবে একটু তলিয়ে দেখলেই একটা অসঙ্গতি ধরা পড়তে বাধ্য। ডিগ্রী পরীক্ষায় বসার আগেই শিক্ষার্থীদের দুই-দফা ঝাড়াই-বাছাই হয়ে গেছে। এসএসসি আর এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বড় অংশই এর আগে শিক্ষাজীবন থেকে বাদ পড়েছেন। দুটি বৈতরনী পাড়ি দিয়ে যারা ডিগ্রী পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান তাদের বৃহত্তর অংশের ব্যর্থতাকে তাই অস্বাভাবিক গণ্য করাই সঙ্গত।

এবারকার পরীক্ষার ফলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। বাণিজ্য ছাড়া প্রতিটি শাখাতেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাশের হার উচ্চতর। বাণিজ্য শাখাতেও যে নয়জন প্রথম বিভাগ পেয়েছেন তাদের পাঁচজনই মহিলা। বাণিজ্য শাখায়ও মেয়েদের ফলকে তাই খুব একটা খারাপ মনে করার উপায় নেই। আমরা এ দিকটিকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। সম্ভবত এর থেকে বৃহত্তর অংশের ব্যর্থতার কারণ কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায়।

অনেকেই মনে করেন, মেয়েদের জীবনে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে তারা লেখাপড়ায় বেশী মন দিতে পারে। উচ্চতর সাফল্যের যদি এটাই কারণ হয়, মানতে হবে, লেখা-পড়ায় ঘাটতি বা অবহেলাই খারাপ ফলের জন্য দায়ী। এরপর ব্যর্থতার দায়িত্ব নির্ণয়ে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। লেখা-পড়া বা পঠন-পাঠনের নিম্নমানই এ জন্যে দায়ী। আংশিকভাবে এ দায়িত্ব যদি ব্যক্তি শিক্ষার্থীরই হয়ে থাকে, বৃহত্তর দায় গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই স্বীকার করতে হবে। ব্যবস্থাপনায় এই পঠন-পাঠনের যোগ্য আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবহেলা করতে পারার প্রশ্ন আসতো না। যদি শিক্ষার্থী পঠন-পাঠনে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়, তাকে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলেই মানতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এ দুর্বলতা নিয়ে আগেও এত কথা বলা হয়েছে যে একে এক স্বীকৃত সত্য বলেই গণ্য করা যায়। আমরা তাই মনে করি, শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে ব্যর্থতার বোঝা চাপানোর এ ধারা বদলানো প্রয়োজন। আর তার পথ একটাই, শিক্ষাঙ্গণে পঠন-পাঠনের মান বাড়ানো। এর কোন বিকল্প নাই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সন্তানদের সাফল্যকেই বড় করে তুলবে, এটাই আমাদের কাম্য। এই সঙ্গে সকল সফল পরীক্ষার্থীর প্রতি আমাদের অভিনন্দন।